শ্রী রাম চন্দ্র মিশন

ECHOES
ইন্ডিয়া
নিউজ্‌লেটার

গুরুদেবের সংবাদ

হায়দ্রাবাদ ঃ ৬ থেকে ৯ই মার্চ

ওনার হায়দ্রাবাদ যাত্রার মাত্র কিছু ঘন্টা আগে স্থানীয় অভ্যাসীরা শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই– এর আসার সংবাদ পেল । উনি সোজা থুমকুন্টা আঞ্চলিক আশ্রমে গেলেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর একটি বক্তৃতা দিলেন । যাতে তিনি বললেন, " আমার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা কেননা আমাদের প্রিয় গুরুদেবের মহাসমাধির পর এটাই আমার প্রথম যাত্রা । ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম কেন্দ্রটির ভ্রমণ আমার স্মৃতি হয়ে থাকবে ।" উনি জোর দিয়ে বললেন যে ভৌতিক স্তরে গুরুদেবের সংসর্গ অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা হৃদয়ে সাথে হৃদয়ের যোগ ।

৭ই মার্চ, শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই BHEL–এর আশ্রমে ধ্যান কক্ষের উদবোধন করলেন এবং দুটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন । উনি যখন প্রার্থনাময় অবস্থায় থাকা তিনটে "প্রস্তাব"–এর প্রভাবের ব্যাখ্যা করলেন এবং নিয়মিত সাধনার প্রয়োজনের সম্বন্ধেও বললেন । শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই এরপর স্থির করলেন কান্‌হা নামক আশ্রম প্রকল্পটি দেখতে যাবেন । যেটি আমাদের চারিজীর খুব প্রিয় প্রকল্প ছিল ।

৮ই মার্চ, থুমকুন্টায় সৎসঙ্গ করলেন । উনি নিজের বক্তৃতাতে বললেন যে, আমরা নিজেদের হৃদয়কে এই বিশ্বে বিদ্যমান ত্রুটিগুলি থেকে রক্ষা করতে পারি, যদি আমরা ভালবাসাকে অন্তর্নিহিত করি । দিনের বেলায় প্রশিক্ষকদের একটি সভা হল যাতে তিনি তাদের কার্যকলাপের মুখ্যবিন্দুগুলি এবং নতুন কার্য প্রণালীর ব্যাখ্যা করলেন । সন্ধ্যে সৎসঙ্গের পর উনি কান্‌হা ফিরে গেলেন ।

৯ই তারিখ শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই কান্‌হাতে সৎসঙ্গ করলেন এবম প্রকল্পটির আরও কিছু খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন । উনি সন্ধ্যেবেলায় চেন্নাই ফিরে গেলেন ।

মহারাষ্ট্র ভ্রমণ

মুম্বাই ঃ ১৩ থেকে ১৫ মার্চ

তেরো তারিখ শুক্রবার, শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই মুম্বাই পৌঁছালেন এবং নতুন আশ্রমের নির্মাণের জন্য জায়গাটি দেখতে বদলাপুর রওনা হলেন । উনি সৎসঙ্গ করলেন এবং কমিটির সদস্যদের প্রকল্পটির কাজকর্মের ব্যাপারে নির্দেশও দিলেন । সেখান থেকে পনভেল আশ্রম রওনা হবার আগে উনি একটি বৃক্ষ রোপণ করলেন ।

মুম্বাইতে উনি বেশ কিছু সৎসঙ্গ করলেন, প্রশিক্ষকদের সাথে দেখা করলেন এবং অভ্যাসীদের সম্বোধন করে বললেন যে প্রত্যেককে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সন্তুলন বজায় রেখে জীবনযাপন করতে হবে । উনি আরও বললেন যে এর মানে হল একজনের ভৌতিক জীবন এমন হওয়া উচিত যা আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রশস্ত করতে পারে ।

১৪ তারিখ শনিবার, সৎসঙ্গের পর শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললেন যে যদিও বা বেদনা সবার জন্য এক সমান, কিন্তু একজন কতটা ভুক্তভুগি হবে সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার । তিনি আরও যোগ করলেন উনিও প্রচুর বেদনা অনুভব করেছেন কিন্তু কখনও ভুক্তভুগি হন নি । উনি রবিবার সকালে বিপুল সংখ্যায় অভ্যাসীদের দেখে খুব খুশি হলেন, এনারা সবাই নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি যেমন পুনে, অহমদনগর, সুরাত, শোলাপুর, চিকলি, ঔরাঙ্গাবাদ, নাসিক এবং বৃহত্তর মুম্বাই থেকে একত্রিত হয়েছিলেন ।

মুম্বাই–এ উনি প্রশিক্ষকদের সম্বোধন করলেন এবং ওনার বক্তৃতার পর একটি প্রশ্ন উত্তর পর্ব হল । এই আলোচনা থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বিন্দুগুলি ঃ–

- বাবুজী মহারাজ বলেছিলেন যে আমাদের আসল যাত্রা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবার পরই শুরু হয়, যেমন বিবাহের পরই আসল জীবন শুরু হয়।
- সাধনার সময় চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধির সম্বন্ধে তিনি বললেন যে, সাধনার দরুণ বিভিন্ন চিন্তা খুবই প্রকৃতিক, চিন্তাহীন অবস্থা আদর্শ অবস্থা নয়, কিন্তু যদি আমরা দিব্যজ্যোতির কথা ভাবি তাহলে যতই চিন্তা আসুক না কেন সাধনা করে যাবে।

রবিবার সৎসঙ্গের পর তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নাসিক–এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

মধ্য মহারাষ্ট্র ঃ ১৫ থেকে ১৭ মার্চ

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই গাড়িতে করে বিকেলবেলায় **নাসিক** পৌঁছালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই একত্রিত অভ্যাসীদেরকে নিয়ে সৎসঙ্গ করলেন। সন্ধ্যেবেলায় আশ্রমের মধ্যেই একটি অস্থায়ী সাধনা কক্ষের উদবোধন করলেন। যুবকদের সাথে প্রায় একঘন্টা কাটালেন এবং নতুন অভ্যাসীদের সম্বন্ধে যেমন, টিভি দেখে সময় নষ্ট করা ও আধুনিক জীবনে আমরা নিজেদেরকে কি ভাবে উন্নত করব এইসব বিষয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন।

১৬ তারিখ সৎসঙ্গ এবং সকালের জলখাবারের পর উনি ঔরাঙ্গাবাদের জন্য রওনা হলেন, রাস্তায় **ইওলা** নামক একটি উপকেন্দ্রতে দাঁড়ালেন এবং একটি সৎসঙ্গ করলেন। ১২ জন নতুন অভ্যাসীদের পরিচয় করানো হল এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর উনি আবার যাত্রা শুরু করে বিকেল ৩টের সময় **লাসুর** কেন্দ্রে পৌঁছালেন। একটি সাধনা কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জমির কাছে উনি ৫০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে একটি বৃক্ষের তলায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন। উপস্থিত অভ্যাসীদের জন্য এই ঘটনাটি একটি স্মৃতি হয়ে থাকবে। শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই শেষ পর্যন্ত বিকেল ৪টে নাগাদ **ঔরাঙ্গাবাদ** এসে পৌঁছালেন। ঔরাঙ্গাবাদ আশ্রমে সৎসঙ্গ শুরু করার আগে একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন যাতে ভালবাসার সাথে সাধনা করার প্রয়োজন–এর উপর জোর দিলেন।

১৭ তারিখ মঙ্গলবার, শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই গভার্মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঔরাঙ্গাবাদতে 'সাধনা অনুভব করুন' এই বিষয়টির উপর বক্তৃতা দিতে গেলেন। সেখানে এই বক্তৃতাটি শুনতে ২০০ জনেরও বেশী আমন্ত্রিত লোকের মধ্যে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা ছিলেন। নিজের বক্তৃতায় উনি বিশেষ ভাবে জোর দিলেন অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় সেটা জ্ঞান অর্জন করার থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। উনি সাধনার স্বরূপ এবং সহজমার্গ পদ্ধতিতে প্রাণাহুতির দ্বারা যে দারুণ সাহায্যটি দেওয়া হয় তার ব্যাখ্যা করলেন। উনি আরাম করার পদ্ধতিও করে দেখালেন। তারপর উনি এই অনুভব পাওয়ার আগ্রহীদের জন্য একটি ধ্যান পর্ব পরিচালনা করলেন। প্রায় সকলেই এতে অংশ নিলেন এবং পর্বের শেষে ৪০ জনেরও বেশী পড়ুয়ারা অভ্যাস শুরু করার আগ্রহ দেখালেন।

এরপর শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই **চিখালির** জন্য রওনা হলেন এবং ওখানে প্রায় ২৫০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে যার মধ্যে ২২ জন নতুন অভ্যাসীও ছিলেন, সন্ধ্যার সৎসঙ্গটি পরিচালনা করলেন। সৎসঙ্গের পর উনি ৩৫ মিনিট হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন, তারপর অভ্যাসীদের সাথে রাত্রি ভোজন করেন ও নিজের হাতে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করলেন।

১৮ তারিখ সকালে সৎসঙ্গের পর উনি জলনা রওনা হলেন যেখানে

তিনি সৎসঙ্গ করলেন এবংএকটি জমিও পরিদর্শন করলেন যেটা একজন অভ্যাসী ভবিষ্যতে ধ্যান কক্ষ নির্মাণের জন্য দান করেছিলেন ।

ঔরাঙ্গবাদে ফিরে উনি আশ্রমে সন্ধ্যার সৎসঙ্গ করলেন এবং অভ্যাসীদের সাথে হিন্দিতে কথা বললেন ও তাদেরকে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য উৎসাহিত করলেন । সেখানে থাকাকালীন অভ্যাসীদের মনে হল যেন উনিও তাদের মতই একজন ।

১৯শে মার্চ, উনি **অহমদনগর** কেন্দ্রের জন্য প্রস্থান করলেন যেখানে সকালের সৎসঙ্গ ওম গার্ডেন মঙ্গল কার্যালয়ে সম্পন্ন হল, যারপর শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই একজন প্রবীণ অভ্যাসীর বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । ঔরাঙ্গাবাদ ফিরে না গিয়ে নিজের কার্যক্রমে পরিবর্তন করে পুণে যাওয়ার স্থির করলেন ।

পুণে ঃ ১৯ থেকে ২২ মার্চ

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই একটি ছোট দল নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় পুণে পৌঁছালেন এবং একজন অভ্যাসীর বাড়িতে সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পরিচালনা করলেন । ২০ তারিখ উনি পানসেট রিট্রিট সেন্টারে গেলেন যেখানে সারাদিন থাকাকালীন সকাল ও সন্ধ্যা সৎসঙ্গের পরিচালনা করলেন । উনি ১৫ জন নতুন প্রশিক্ষকও বানালেন এবং অভ্যাসীদের অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন । এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে একটিতে উনি বললেন, "ভালবাসার স্রোত আমাদের হৃদয় থেকে বেরুতেই থাকুক, জীবনের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন । এটি একটি বধ্য জলাশয় না হয়ে নদীর মত হওয়া উচিত ।" আরেকটি পর্বে উনি বলেন, " হৃদয় আপনাকে সবসময় সত্যি কথা বলবে এবং ঠিক পথে নিয়ে যাবে । লোভ এবং অভিমান ভুল পথে নিয়ে যায় । হৃদয়ের কথা শোনার জন্য সাহসের দরকার হয় । সবসময়ে নিজের হৃদয়ের কথা শুনবেন ।"

কটেজে ওনার সময় নতুন অভ্যাসীদের সাথে দেখা করতে, পুরানো অভ্যাসীদের সাথে আলোচনা করতে ও হাসি ঠাট্টায় সঙ্গে নিরন্তর কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হল । প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় উনি খড়গাওয়াসলা বাঁধের ধারে হাটার আনন্দ নিতেন, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ মৌন অবস্থায় বসে থাকতেন, তারপর অভ্যাসী এবং শিশুদের সাথে কথা বলতেন । একে ওপরের মধ্যে ভালবাসা ও উন্মুক্ত বাতাবরণের সঞ্চার করতেন ।

আন্ধের তটবর্তী এলাকার যাত্রা

২ থেকে ১২ এপ্রিল

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই ২ তারিখ সকাল সাড়ে ৬টা অবধি তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন এবং ধ্যান কক্ষে বসে ছিলেন । অন্ধপ্রসেশের তটবর্তী এলাকার পরিদর্শনের এই নতুন যাত্রার জন্য উনি মাষ্টারের কাছে প্রার্থনা করলেন । উনি বললেন যে চারিজী এই কেন্দ্রগুলির আবার ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অনেকগুলি কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি ।

উনি প্রায় সকাল ৯টা নাগাদ **সুল্লুরপেটা** পৌঁছালেন এবং একত্রিত ১২০ জন অভ্যাসীর জন্য সৎসঙ্গের পরিচালনা করলেন । একটি ছোট বক্তৃতা দেবার পর উনি **নেলোরে** যাওয়ার জন্য রওনা হলেন । পরের দিন উনি **মন্নভরাপড্ডুতে** নবনির্মিত সুলোচনা সদন আশ্রমের উদ্‌বোধন করলেন যেটি নিল্লোর শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । একটি বক্তৃতার দরুণ উনি ব্যাখ্যা করলেন যে সংস্কার এবং অহম্ দুটি ভিন্ন বস্তু । " অহম্–এর সংস্কারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই । যখন আমার ইচ্ছা করে, 'আমি এটা করব না', 'আমি নিজের পত্নীর সাথে ভাল ব্যবহার করব না,' এসবই ইচ্ছাকৃত । এটি প্রচন্ড আলোরণ এবং বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করে এবং আরও বেশী সংস্কারকে জন্ম দেয় । অহম্ সংস্কারের ফল নয় অহম্ আরও বেশী সংস্কারকে জন্ম দেয় ।"

নিজের যাত্রা বজায় রেখে উনি **কাওয়ালি** আশ্রম পরিদর্শন করলেন তারপর অনগোলেতে ৪ থেকে ৬ এপ্রিল অবধি থাকলেন । এই জায়গাগুলিতে স্থানীয় অভ্যাসী এবং নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হওয়া অভ্যাসীরা গুরুদেবের সাথে সময় কাটালেন, যিনি (গুরুদেব) সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন । অভ্যাসী এবং শিশুদের সাথে সময়ও ব্যতীত করলেন । ৬ তারিখ চিলাকালুরীপেটা যাওয়ার পথে উনি যনমাডলা নামক একটি ছোট গ্রাম পরিদর্শন করলেনযেখানে তিনি ২৫০ জন স্থানীয় লোকেদের সম্বোধন করলেন যারা সহজ মার্গের সম্বন্ধে আরও জানতে চাইছিলেন । উনি জীবনের উদ্দেশ্য, সাধনার প্রয়োজন এই বিষয়গুলিঅর উপর একটি বক্তৃতা দিলেন ।

এরপর শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই **চিলাকালুরীপেটার** উদ্দেশ্যে রওনা হলেন । সৎসঙ্গের পর উনি আশ্রমে গেলেন এবং একটি ছোট বক্তৃতার মাধ্যমে স্থানীয় দলটিকে বৃক্ষরোপণ করার পরামর্শ দিলেন । উনি বললেন, লালাজী চাইতেন যে প্রত্যেকটি আশ্রম যেন কাকাভুসন্ডি আশ্রমের মত সবুজ এবং শান্তিপূর্ণ হয়; গাছেরা প্রাণাহুতি বজায় রাখতে পারে কিন্তু মানুষেরা কেউ কেউ তা বজায় রাখতে পারে আবার কেউ তা পারে না । অতএব বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে আশ্রমে প্রাণাহুতির তীব্রতা বজায় থাকবে ।

দুপুর নাগাদ উনি **কোলাকালুর** আশ্রম পৌঁছালেন সেখানে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন । একত্রিত অভ্যাসীদের মধ্যে দিয়ে বাতাবরণে তটবর্তী এলাকার ছাপ পাওয়া গেল । দুপুর বেলায় বিশ্রাম নিতে নিতে উনি বললেন যে গুরুদেবেরা এই যাত্রাটিকে নিকট থেকে দেখছেন এবং ওনারা সারা বিশ্বের জন্য বিশেষ কাজ করছেন । আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততা মানবজাতির কল্যাণের জন্য এবং তার ভালর জন্য নিত্যান্তই প্রয়োজনীয় ।

৭ই এপ্রিল শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই সাড়ে আটটা নাগাদ গুন্টুর আশ্রমে পৌঁছালেন । প্রায় ৪০০ জন অভ্যাসীরা ওনাকে অভিনন্দন করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন । সৎসঙ্গের পর উনি আশ্রমটি পরিক্রমা করলেন এবং সবকিছু খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন । ওনার আশ্রম পরিদর্শনের স্মৃতি স্বরূপ উনি তিনটি আম গাছের কলম লাগালেন । সকাল সাড়ে দশটার সময় উনি বিজয়ওয়াড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন ।

বিজয়ওয়াড়া যাবার পথে শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই কে.এল. বিশ্ববিদ্যালয় থামলেন যেখানে বিজয়ওয়াড়া দলটি একটি ওপেন হাউজ–এর আয়োজন করেছিল । প্রায় ৩০০ জন পড়ুয়া ও শিক্ষকেরা জীবনের সাধনার প্রয়োজন বিষয়টির উপর পরিচায়ক বক্তৃতাটি খুব উৎসাহের সাথে শুনলেন । উনার এই অনুপ্রেরক বক্তৃতার পর একটি বিশ্রাম পর্বের আয়োজন করলেন যাতে অংশগ্রহণকারী মুহূর্তের মধ্যে গভীর অবস্থায় ডুবে গেলেন । পরে উনি সব পড়ুয়াদের প্রথম সিটিং দিলেন এবং পরবর্তী দিনগুলিতে দূর থেকে সিটিং দিয়ে পরিচায়ক পর্বটি পূর্ণ করলেন ।

বিজয়ওয়াড়া আশ্রমে ৪০ জন শিশুরা নিজের হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে গাওয়া একটি গানের মাধ্যমে তাঁর অভিনন্দন করল । সৎসঙ্গের পর উনি আশ্রমের পাশে অবস্থিত SMSF ভবনটি পরিদর্শন করলেন । উনি নির্দেশ দিলেন এবং CIC কে পরামর্শ দিলেন যে, যাতে তারা যেন জায়গাটির উপযুক্ত এবং সঠিক ব্যবহার করে, কেননা এটি একেবারে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং খুবই মূল্যবান । উনি দুটো প্রাসাদ স্বরূপ মিনার বানাবার প্রস্তাবও দিলেন যাতে আশ্রমটি একটি প্রথম সারির আইকন হয়ে ওঠে । সন্ধ্যেবেলায় ওনার কটেজে একটি আলোচনা হল যাতে উনি চাহিদা ও ইচ্ছার তফাৎ ব্যাখ্যা করলেন এবং আমাদের ভাবতে বললেন কেন সহজ মার্গের প্রার্থনাতে ইচ্ছের কথা বলা আছে ।

৮ তারিখ সকালবেলায় উনি একটি সৎসঙ্গের পরিচালনা করলেন

এবং তারপর একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন, যাতে তিনি অভ্যাসীদের বললেন যে , সবাইকে নতুন অভ্যাসীদের উন্মুক্ত হৃদয়ে অভিনন্দন করা উচিত, এছাড়াও আমাদের এমন বাতাবরণের সৃষ্টি করা উচিত যেটি ওদের সহজ মার্গকে অনুভব করতে সাহায্য করবে।

তিনি এলুর হয়ে **রাজাহমুন্দ্রী** আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং আর একবার মনে করিয়ে দেন যে গাছপালার পরিচর্যা করার ও আশ্রমে চারপাশে গাছগাছালি রোপণ করার প্রয়োজনীয়তা । ৯ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি **কাঁকিনাড়া** আশ্রম পৌঁছানোর আগে **আমলাপুরম** ও **ইয়ানম** কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন । সৎসঙ্গের পর তাঁর বক্তব্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ও সংগতিপূর্ণ আভ্যাস করার প্রয়াসের ওপর জোড় দেন । "ছোট প্রয়াস সমূহের ফল হল বড় বস্তু । শুরুতে ছোট প্রয়াসগুলো বড় ভাবে শোনা যায় না । কিন্তু প্রতিটি ছোট অবস্থা আমাদের হৃদয়ে যুক্ত হয়ে ওপর থেকে নেমে আসা জলবিন্দুর মত । প্রতিটি আবস্থা তার মত সামঞ্জস্যপূর্ণ । আমরা কোনভাবেই জলবিন্দুগুলোকে উবে না দিয়ে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিয়ে এক সাগরের সৃষ্টি করি । আর যখন আমাদের সেই সাগর গুরুদেবের সাথে মিশে যায় সেখানে সুন্দর ও অতীব সুন্দর অবস্থায় সৃষ্টি হয় ।"

১০ তারিখ দুপুরবেলায় শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই রওনা হয়ে ভাইজ্যাক থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত **সমপাথিপুরম** আশ্রমে পৌঁছান । সন্ধ্যে নাগাদ বাইরে এসে অভ্যাসীদের সাথে বসেন এবং হায়দ্রাবাদে নির্মিত আশ্রমের ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে একদিন তা সহজ মার্গের মক্কা হিসেবে স্থান পাবে । এরপর বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে আলোচনা চলে । নৈশাহারের পর, স্থানীয় দলের সাথে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনার ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং তিনি আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেন । পরদিন একজনের অলসতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, " আমাদের অকার্যকারীতা সংস্কারের জন্ম দেয় এবং কোনও কাজের প্রতি অক্ষমতাও সংস্কার সৃষ্টি করে, এবং তার ওপর ক্রমাগত চিন্তাতেও সংস্কার সৃষ্টি হয় ।"

১২ তারিখ ৭.৩০টার সৎসঙ্গ হওয়ার পর পরিসামাপ্তি ভাষণে বলেন তাঁর এই ভ্রমণ সকলকে উজ্জীবিত করে ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা পরিবর্তন এবং নতুনদেরকে এই পরিবর্তনের সাহায্যে উৎসাহিত করা । এরপরে প্রশিক্ষক এবং অভ্যাসীদের সাথে ঘরোয়া আলোচনাতে তিনি বলেন প্রত্যেককে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে মিশন বিস্তারের প্রচেষ্টা করার জন্য । স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মধ্যাহ্ন ভজনে যোগ দেন এবং প্রায় একঘন্টা তাদের সাথে কথা বলেন ।

এই ভ্রমণের পরিসমাপ্তিতে জানান, তিনি সমাবেশ গুলোতে যোগদান করে অত্যন্ত খুশী এবং উৎসাহী হয়েছেন বিশেষতঃ অভ্যাসীদের নিষ্টা সহকারে সমস্ত আধ্যাত্মিক যোগদান করার ব্যাপারে । এরপর ট্রেনে করে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ।

হায়দ্রাবাদ ঃ ১৩ এপ্রিল

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই সকাল ১০টা নাগাদ হায়দ্রাবাদে পৌঁছান এবং সেখান থেকে ডোমালগুডা যোগাশ্রমে যান । সেখানে ২০০০ এর বেশী অভ্যাসীরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল । সৎসঙ্গ শেষ হওয়ার পর একটি ছোট ভাষণে বাবুজীর ৩১শে মার্চ, ২০১৫, হুইশ্পারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন কান্হা শান্তি বনম প্রকল্প একটি আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবে ভবিষ্যতে গণ্য হবে । তিনি সমস্ত অভ্যাসীদের দৃঢ় ভাবে এই প্রকল্পতে সত্যিকারের বন হিসেবে ৫০,০০০ বা তার বেশী গাছ লাগানোতে যোগদান করতে বলেন । তিনি এও জানান এই কাজে কমপক্ষে ২০০০ জন অভ্যাসী দরকার । সন্ধ্যেবেলায় কান্হাতে কিছু ঘন্টা কাটিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ।

উত্তরভারত ভ্রমণ ঃ– ১৪ থেকে ২০ এপ্রিল

১৪ তারিখ শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই গুরগাঁও আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং সন্ধ্যেবেলার সৎসঙ্গের পরে তাঁর বক্তব্য রাখেন ।

১৫ তারিখ সকাল বেলা দিল্লী থেকে **লক্ষ্নৌর** অমাউশি বিমান বন্দরে পৌঁছান এবং সেখান থেকে সোজা আশ্রমে চলে যান । প্রাতঃরাশ ও বিশ্রামের পর, তিনি বাবুজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের স্থান ও তার মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখেন ও কিছু কিছু পরিবর্তনের উপদেশ দিয়ে পরিমার্জনের কথা বলেন । এরপরে গাড়ীতে সমগ্র অনুষ্ঠান স্থলটি পরিদর্শন করেন । এরপর ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও তারপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অভ্যাসীদের কাছে রাখেন ।

১৬ তারিখ **শাহজাহানপুরে** উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে হয়ে সকাল ৯টা নাগাদ পৌঁছান । কিছু প্রেমপূর্ণ উৎসাহী অভ্যাসী রাস্তার ধারে ভক্তি ভরে মালা নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । আশ্রমে পৌঁছানোর পর বাবুজীর মহাসমাধি মন্ডপে যান এবং পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন । পাঁচমিনিট এক ছোট ধ্যানের পর তিনি ধ্যানকক্ষে গিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ।

এরপর তিনি আশ্রম পুরো ঘুরে দেখেন এবং বিশেষতঃ নতুন রান্নাঘর এবং ডাইনিং ব্লক দেখে কিছু মতামত দেন পরিবর্ধনের জন্য যা পরবর্তী পর্যায়ে নতুন নির্মাণের সাথে যুক্ত করা হয় । এরপর তিনি তাঁর ই–মেল দেখেন এবং পরিচালন ব্যবস্থার ওপর আলোচনা

করেন । সন্ধ্যেবেলার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং শাহজাহানপুরে এক প্রিয় একনিষ্ঠ অভ্যাসীর বাড়ী যান ।

তাঁর এক ভাষণে বলেন যে "লালাজী মহারাজ বলেছিলেন যে আমরা এমন ভাবে অভ্যাস করবো যাতে করে আমাদের ক্রমোন্নতি আমাদের ব্যবহারে তার প্রকাশ পায় ।" অন্যেরা তা দেখে বলবে 'যে হ্যাঁ সহজমার্গের অভ্যাসী ।' আমরা আমাদের জীবন তাঁর সতত স্মরণে এমন ভাবে মগ্ন থাকবো যে সান্ধ্যকালীন সাফাই এর প্রয়োজন হবে না । এটাই হল চূড়ান্ত অর্জন ।

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই শাহজাহান পুরে থাকার সময়ে অন্ধ উপকূলের কিছু কাজে অতিবাহিত থাকেন, এবং গ্রামের এক বড়ো সংখ্যার লোককে প্রাথমিক সিটিং দেন ।

১৭ তারিখে ধ্যান কক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং প্রাতঃরাশের পরে বাবুজী মহারাজের বাড়ী যান এবং বাবুজীর নির্দ্দিষ্ট ঘরে, যেখানে তিনি থাকতেন এবং কাজ করতেন, সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ।

এরপরে সকাল ৯.৩০ নাগাদ **ফতেগড়ের** উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন । আশ্রমে পৌঁছানোর পর সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং আশ্রমের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু প্রস্তাব দেন । তাঁর ভাষণে বলেন, "আমাদের গুরুদক্ষিণা হল তাঁর বাণী সকল লোকের মধ্যে প্রচার করা । নতুন আগ্রহী অভ্যাসী তাদের অভ্যাস জারি রাখছে কিনা তা তাদের ইচ্ছা । কিন্তু তারা সকলে সহজমার্গ ধ্যানের বিষয়ে অবশ্যই অবহিত হবে । আমাদের এই ব্যাপারে তাদের আশ্বস্থ করতে হবে যে যখনই তারা চাইবে তাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা । তাদের কে কখনও সমালোচনা নয় । সহজমার্গ হল ভালবাসার পথ ।"

সমস্ত অভ্যাসীরা প্রেমভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং কৃতজ্ঞ থাকে যে গুরুদেব নিজের হাতে নৈশাহার পরিবেশন করছেন । তিনি স্থির করলেন আশ্রমে সেই রাত থাকার জন্য এবং পরের দিন ১৮ইএপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় ফতেগড়ে থেকে প্রস্থান করেন ।

লক্ষ্নৌ যাওয়ার পথে হারডোয়তে PWD ইন্সপেক্শন হাউসে ছোট বিরতির ব্যবস্থা করা হয় । সেখানে স্থানীয় অভ্যাসীদের সাথে মিলিত হন ও এক সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন লক্ষ্নৌ আশ্রম পৌঁছানোর আগে ।

১৯ তারিখ শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠেন । সকালে তার ই-মেল দেখার পর ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সৎসঙ্গের পরে তাঁর ভাষণে জোড় দেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর । তিনি এও জানান নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন এবং অভ্যাসীদের নিজস্ব উন্নতির পথে যা আবশ্যক ।

তাঁর কটেজে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন এবং সন্ধ্যেবেলাতে ধ্যান কক্ষে এসে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে, "ইচ্ছা পরিত্যাগ করার জন্য বলেন । সেই ভাবে সে সমস্ত ব্যাপারগুলো রয়েছে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং আনন্দের সাথে কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে । আমাদের দুর্দশা গুলোকেও স্বীকার করে আনন্দের সাথে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে নিতে হবে । একটি তিক্ত, ক্রোধী ওশীতল হৃদয় গুরুদেবের আনুকুল্য থেকে বিচ্যুত হয়, অন্যদিকে একজন যে সর্বদা প্রসন্ন এবং সমস্ত সময় কৃতজ্ঞ চিত্তে যাকে সে আনুকুল্য পায় এবং স্বাভাবিক ভাবে তাড়াতাড়ি উন্নতি করে ।" সকলকে পরিতৃপ্ত করে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ডাইনিং হলে তিনি নৈশাহার গ্রহণ করেন

২০শে এপ্রিল সকাল ৯টার সময় আর্শ্ম থেকে বেড়িয়ে আমৌসি বিমান বন্দর রওনা দেন নিউ দিল্লীর বিমানে যাওয়ার জন্য এবং সেখান থেকে আহমেদাবাদ চলে যান ।

ল্যাটিন আমেরিকা এবম ইবেরিয়ান পেনিনসুলা অঞ্চলের অভ্যাসী সম্মেলন ঃ– ৯ থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী

ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ফ্রান্স , হাইতি, মার্টিনিক, মেক্সিকো, মরক্কো, পর্তুগাল, স্পেন, ইউ.এস.এ এবং ভেনেজুয়ালা সমস্ত দেশের অভ্যাসীরা এই সম্মেলনে যোগদান করে।

প্রতিদিন তিনবার করে ধ্যান এবং দুটি করে অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনে অনেক গুলো পর্বে আত্মসমীক্ষার বিষয় রাখা হয় এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আলোচনা হয় এবং পরে সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে তাদের মতামত এবং নিজস্ব চিন্তা ও অনুভব ব্যক্ত করতে বলা হয়। অনেকগুলো উপস্থাপনার কেন্দ্র বিন্দুতে আলোচ্য বিষয় বস্তু হয় ঃ 'গুরুদেবকে অর্ন্তমুখী রেখে তাঁর শিক্ষাকে বর্হিম্মুখী করা'। পর্বগুলিতে মূলগত ভাবে যোগাযোগের শর্তাবলী যেমন ভাবে লালাজী মহারাজ বর্ণনা করেছিলেন তার ওপর জোর দেওয়া হয়, এবং অংশগ্রহণকারীদের আত্ম বিশ্লেষণের জন্য বলা হয় এবং তার ওপর কিছু প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় বিশেষত তারা অন্যের সাথে কি ভাবে যোগাযোগ রাখে। অন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম। এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যদের সাথে কি ভাবে যোগাযোগ রাখবে। সম্মেলনের শেষের দিনগুলোতে। অনেক অভ্যাসী প্রশ্নের উত্তরগুলো আদান প্রদান করে এবং প্রমান স্বরূপ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের উত্তর ব্যক্ত করে।

শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ–

- আমাদের জ্ঞান অবশ্যই আমাদের অভিজ্ঞতা নিরিখে হওয়া উচিৎ। আমাদের সমগ্র অতি সম্ভাবনাপূর্ণ। কিন্তু তা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হওয়া বান্ছনীয়, যেমন প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে আসল সত্য উদঘাটিত হয়।
- বেশী কথা বলা ঠিক নয়। আমাদের ভিতরকার সৌন্দর্যের প্রকাশ হয় বাহ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে, এবং সেই পবিত্রতার শ্রীবৃদ্ধি হয় যখন সব কিছু ঠিক ভাবে করা হয়।
- আমাদের পদ্ধতির সাফাই অত্যন্ত কার্যকারী। আমাদের সাফাই অত্যন্ত কার্যকারী। আমাদের সাফাই–এর মূল পদ্ধতির তিন রকম পরিবর্তন করতে পারি ঃ (i) কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত শোধন, তাতে কোনরকম নেতিবাচক ফল আমরা এড়িয়ে যেতে পারি, (ii) কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সংক্ষিপ্ত শোধন করে সম্ভাব্য কোনরকম বিরোধিতা সেই ব্যক্তির সাথে এড়াতে পারি, (iii) কোন নেতিবাচক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই সংক্ষিপ্ত শোধন করে নেওয়া।

প্রিফেক্ট (Prefect) প্রার্থীদের কার্যসূচী

৬ই থেকে ১৫ই মার্চ

এই সম্মেলনে ৪৩ জন ভাই–বোনেরা অংশগ্রহণ করে এবং সম্প্রতি প্রিসেপ্টরদের কাজের পরিবর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে। অধিবেশনে সহজমার্গের দর্শন, অবস্থার অনুধাবন, এবং দশসূত্র বিষয় সমূহ আলোচিত হয়।

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই তাঁর মাহাত্ম দিয়ে অনেকটা সময় ব্যয় করেন, প্রার্থীদের সামনে তিন বার এসে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রিসপ্টারদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন বিনম্র হওয়ার জন্য এবং অজ্ঞাত পরিচয়ে কাজ করার জন্য, এবং সাধনার অভ্যাসে আকুলতার তাৎপর্য। প্রার্থীরা উচ্ছসিত হয়ে পড়ে যখন তিনি ছাদে অডিটোরিয়াম ব্লকের ওপর নৈশাহারে তাদের সাথে যোগদান করেন। সম্মেলনে ভাইচারা বোধের উদ্ভব হয় এবং নতুন প্রিসেপ্টাররা এই 'পূণ্য ও মহৎ' কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

আমাদের ভাগ্যের রূপরেখা (Designing our Destiny) ঃ– সর্বভারতীয় যুবা সম্মেলন–মার্চ

সারা ভারতবর্ষ থেকে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে এবং তারা প্রায় দুমাসের ওপর ধরে নিজেদেরকে ই–মেলের মধ্যে সাপ্তাহিক কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয় । পুরো সম্মেলনে জোর দেওয়া হয় তথ্য অভিজ্ঞতার ওপর ।

অনুষ্ঠানের শুরু হয় চারিজীর ভাষণ দিয়ে " ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে ওঠা" বিষয়ে । ভগিনী এলিজাবেথ ডেনলি তার বর্ণনাই জানাই যে সুষ্ঠ ভাবে সহজ মার্গ পদ্ধতির অভ্যাসের ফলে, একজন উৎসাহী অন্যজনের সাথে কি ভাবে 'যোগাযোগ থেকে ভাব বিনিময়ে' রূপান্তরিত হতে পারে । অন্য কার্যপ্রণালী মধ্যে সহজ মার্গ অভ্যাসের চিত্তাকর্ষক পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই তাঁর সফর শেষ করার পর ফিরে তৃতীয় দিন থেকে পরের সব দিনগুলো সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত বিষয় নিয়ে সমাবেশে তাঁর বক্তব্য রাখেন তাহল নিম্নরূপ ঃ–

- প্রার্থনা করার থেকে প্রার্থনা রত অবস্থায় সর্বত্র সময় থাকা । ধ্যান থেকে ধ্যানস্থ অবস্থায় সব সময় থাকা ।
- যখন আমরা সকলে ভান্ডারাতে সম্মিলিত হই । তখন আমাদের অবস্থা অনেকটা বালতির মত যেভাবে নীচে কূপ থেকে জল তুলে আনা হয় । বালতি জলে ডোবানোর সময় মনে হয় তা পরিপূর্ণ হয়েছে । কিন্তু যে মুহূর্তে ওপরে আনা হয় তার থেকে অনেকটা জল ছিলকে পড়ে যায়, আর তাতে যদি ছিদ্র থাকে তাহলে ওপরে নিয়ে আসার পর তা অনেকটাই নিষ্কাশিত হয়ে যায় । এই ছিদ্রগুলো অন্য কিছুই নয় আমাদের অন্তরের বাসনা ।
- যখন কোন শূণ্যাবস্থা দুটি গোলার্ধকে যুক্ত করে রাখে, তাদেরকে আলাদা করা খুব কঠিন কাজ । যখনই তুমি তাতে অল্প কিছুটা বাতাস যোগ করো, তখন তাদেরকে সহজে বিভক্ত করা যায় । শূণ্যতার এতটাই শক্তি । সেইরকম শূন্যতা তোমাদের হৃদয়ে প্রতিস্থাপণ করো যাতে করে এক শক্তিশালী বন্ধন উৎসের সাথে সৃষ্টি হয় । হৃদয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতম বাসনাও শূন্যতাকে নষ্ট করে দেয় ।
- ইচ্ছাকৃত বাসনা আমাদের দৈব নির্ধারণের পথে প্রতিবন্ধক হয় । দৈব উন্মোচিত হয় যখন তার মধ্যে আমরা বাধা না দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করি ।
- অভ্যাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে । আমাদের পদ্ধতির অভ্যাস স্বকীয়তায় ৫ শতাংশ পূরণ করে এবং দৃষ্টিভঙ্গী করে শতকরা ৯৫ শতাংশ । অভ্যাস শেখানো যায়, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী নয়, একজনকে তা বিকশিত করতে হয় ।
- আমাদের জীবনযাত্রা এরকম হওয়া উচিৎ যাতে করে সংস্কার এবং বাসনাগুলো নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় ।

শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই প্রশ্নোত্তরের দুটি পর্বে, প্রাণোচ্ছল ভাবে সমস্ত উত্তর প্রদান করেন, কিন্তু এর সাথে নিজের মধ্যে থেকে নির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। তিনি এই দলের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন এবং আশা পোষণ করেন যে ভবিষ্যতে তারা আরও উচ্চতর কাজে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে, সাথে নীচে বর্ণিত বইগুলো পড়ার পরামর্শ দেন ঃ My Master, Role of the Master in Human Evolution. Revealing the Personality, love and Death and Complete Works of Ram Chandra.

যেমন যেমন সম্মেলনটি সমাপণের দিকে এগোল তেমন তেমন শেষ হয়ে যাওয়ার দুঃখটিও আনন্দ এবং নতুন করে শুরু হবার অনুভূতি জয় করল।

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে প্রশিক্ষক আলোচনা সভা

২৪ থেকে ২৮ মার্চ ২০১৫

'গুরুদেবকে অন্তরে এবং তাঁর শিক্ষাকে বাইরে'র প্রকাশের উপর ভিত্তি করে একটি আলোচনা সভার উপস্থাপন করা হয়। এই আলোচনা সভায় প্রায় ৮২ জন প্রশিক্ষক পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষা,ঝাড়খন্ড এবং সিকিম থেকে সমাবেত হন এছাড়াও এর সাথে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকেও উপস্থিত ছিলেন।

৮ জন সহায়তাকারীদের দ্বারা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এবং চারিজী মহারাজের দেওয়া একটি মুখ্য বিষয় ছিল প্রশিক্ষকের মধ্যে সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের প্রচার, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ধারনা বিনিময় কে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন কথোপকথন এবং আলোচনা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন 'একটি আত্মচেতনাময় জীবনধারা', 'পরিশোধন এবং ভবিষ্যৎ' ও 'করণ এবং না করণ'। প্রত্যেকটি সভা বছরের শুরুতে শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই –এর দ্বারা ঘোষিত একটি নতুন পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে শুরু করা হয়। এছাড়া সবাই 'হার্টফুলনেস্' শিথিলকরণ পদ্ধতিটি শেখার সুয়োগ পায়।

শেষদিনের সন্ধ্যাবেলায় শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই মিলনায়তনে ছাদের উপর একটি নৈশাহারের আয়োজন করেন। তিনি খুবই আন্তরিকভাবে সকল অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। অংশগ্রহণকারীরা এই ধরণের আরও প্রশিক্ষণে উপস্থিত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তাঁর বাণীর প্রচার

ইয়নামাডালা প্রকাশম জেলার অন্তর্গত ইয়াড্ডানাপুডি মন্ডলের একটি ছোট গ্রাম। শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই এই গ্রামের পরিদর্শন করেন এবং তার উপকূলবর্তী আন্ধ্রা সফরে ৬ই এপ্রিলে একটি ওপেন হাউস–এর পরিচালনা করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে প্রায় ২৫০ জন গ্রামবাসী সহজ মার্গ পদ্ধতির বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহী হন। তিনি "জীবনের লক্ষ্য এবং ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা" উপরে একটি বক্তৃতা দেন। ভগিনী উমা গঙ্গাধর (CIC, নেলোরে) এই বার্তাটি তেলেগুতে অনুবাদ করে শোনান। ঐ অঞ্চলের বিধায়ক এই ওপেন হাউসে অংশগ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলের বিধায়ক তাঁর নির্বাচনীয় স্থান মাটুরের আরও একটি ওপেন হাউসের জন্য শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই কে অনুরোধ করেন। শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই আলোচনা চলাকালীন ধ্যানের উপরে কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

আঞ্চলিক বিধায়কের অনুরোধের উপরে, প্রকাশম জেলায় মার্টুর গ্রামে ১৬ই এপ্রিল আরও একটি ওপেন হাউসের পরিচালনা করা হয়। ভগিনী উমা গঙ্গাধর সহজ মার্গ ধ্যানের উপর এবং মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যের ব্যাখ্যা করেন। এরপরে ডঃ ভেঙ্কট আর ইডারা খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে ধ্যানের উপকারিতার ব্যাপারে বর্ণনা করেন। তিনি সবাইকে ১০ মিনিট ধ্যানে বসার জন্য অনুরোধ করেন। ধ্যান শেষ হবার পরে সবাই হাল্কা অনুভব করেন এবং কিছু লোকে একটি অসাধারণ শান্তির অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই শাহজাহান পুরে ছিলেন। তিনি ৮০০ জন ব্যক্তিকে ৪০ মিনিট ধরে দূরবর্তী ধ্যানের পরিচালনা করেন। শ্রদ্ধেয় কমলেশ ভাই–এর থেকে সিটিং নেওয়ার পরে জমায়ত জনগণকে ২য় এবং ৩য় সিটিং নেওয়ার জন্য ঘোষণা করা হয় যেটি রাত্রি ৯টার সময় ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল পরিচালনা করা হয়েছে, তাদের শুরুর সিটিং সম্পন্ন করার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবকরা সক্রিয় ভাবে এই অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করেন।

ইউ– সংযোগ কার্যক্রম

গাজিয়াবাদ

২৯শে মার্চ, একদিনের জন্য ইউ–কানেক্ট সেমিনার শান্তি কুঞ্জ আশ্রম, গাজিয়াবাদে আয়োজন করা হয় । ৮০ জনেরও বেশী অংশগ্রহণকারী আগ্রা, মেরঠ,হাপুর, গোয়লিয়র, মুজ্জফর নগর, মোরাদাবাদ, নয়ডা, বৈশাখী, দিল্লী এবং গুড়গাঁও থেকে উপস্থিত ছিলেন ।

ভ্রাঃ সুমিত অরোরা (CIC গাজিয়াবাদ) এবং ভ্রাঃ হরপ্রিত ভান (নয়ডা) এই অধিবেশনের আয়োজন করেন এবং ইউ–কানেক্টের মূল বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির ব্যাপারে উপস্থাপন করেন । তারা যৌথ ভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন ।

স্বেচ্ছাসেবকরা 'পরিচিত' এবং 'যোগ' ব্যাপারে একটি বাহ্যিক প্রদর্শন করেন । অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহণকারীরা এই আত্ম উন্নয়ন কর্মসূচি (SDP) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে কিনা, যা তাদের স্থানীয় এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিহ্নিত করার অনুরোধ করা হয়েছে ।

কোলহাপুর

ভীমা ম্যানেজমেন্ট এবং প্রযুক্তি (BIMAT) বানিজ্য ও প্রশাসনের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের মধ্যে আত্ম উন্নয়নের কর্মসূচির সূচনা করা হয় এবং সফলভাবে তা পর্যবসিত হয় । ইনস্টিটিউটের ডিনের থেকে সম্যক সমর্থন লাভ করে ।

আগষ্ট ২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । এই সহযোগিতামূলক অধিবেশনগুলি ৩০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল এবং অংশগ্রহণকারীদের থেকে উৎসাহমূলক প্রতিক্রিয়া এবং তাদের যোগদান দেখা গেছে । কিছু কিছু অনুষ্ঠানে ভীম এডুকেশন সোসাইটির অধ্যাপক বর্গের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা এই অনুষ্ঠানের সারকথা এবং মানের ব্যাপারে প্রশংসা করেন ।

প্রায় ২৭ জন ছাত্র নিয়মানুসারে ধ্যানের অনুশীলন শুরু করেছে এবং সিটিং নিয়েছে । কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালিত হয় । একটি মুখ্য অনুষ্ঠানে শ্রী এ.কে. গৌরব–এর দ্বারা অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ স্বীকৃতি পত্র বিতরণ করেন । ছাত্ররা তাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছে এবং কি ভাবে ধ্যানের পদ্ধতির মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়েছেন তা বর্ণনা করে ।

এটি ঘোষণা করা হয়েছে যে, জুলাই ২০১৫–তে একটি বিশেষ স্মাটর –এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে সুফল প্রসারণের জন্যে ইউ–কানেক্ট অনুষ্ঠানের সময় নিরুপণ তালিকা বরাদ্দ করা হবে ।

কলকাতা

১৪ ও ১৫ মার্চ, দুই দিনব্যাপী ইউ–কানেক্ট অনুষদ উন্নয়ন/ অভিযোজন কর্মশালা BMA কলকাতায় আয়োজন করা হয়, এই কর্মশালায় বিহার, ঝাড়খন্ড, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৭৫ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন । অংশগ্রহণকারীদের ইউ–কানেক্ট সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয় । তারপর সমন্বয়কারীদের, সহযোগিতাকারী এবং অনুষদদের ভূমিকা এবং দায়িত্বের আলোচনার মাধ্যমে কি ভাবে প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হবে এবং কি উপাদান প্রস্তুত করবে ইউ– কানেক্ট দলটি । অংশগ্রহণকারীরা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত যায় । প্রত্যেকটি দলকে ইউ–কানেক্ট পাঠ্যক্রম থেকে একটি করে অধ্যায় নির্ধারিত করা হয় এবং তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একটি মজাদার অধিবেশনের দ্বারা উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানটি একটি প্রতিক্রিয়া অধিবেশনের মাধ্যমে এবং অকটি কর্মপরিকল্পনার সংজ্ঞার মাধ্যমে পর্যবসিত করা হয় ।

UConnect news contd...

এ.পি.উত্তর

১৪ ও ১৫ মার্চ, একটি মজাদার প্রশিক্ষণ ওয়ারানগাল আশ্রম, আশয়াপুরম কেন্দ্র এবং সাথুপল্লী কেন্দ্রের ZONE 1A –তে আয়োজিত করা হয় । এটির উপস্থাপনা ধ্যান,মান, যোগ, ধর্ম এবং থিম "অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মাধ্যমে বাহ্যিক উন্নয়ন বাড়ে" দ্বারা শুরু হয় এবং তারপর গুরুদেবের ভিডিও দেখান হয় । যুবাদের সাথে সাথে অনেক স্থানীয় অভ্যাসী ও প্রশিক্ষকরা এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন । এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা একে অপরকে বুঝতে পারে এবং সহজ মার্গের সাথে সংযোগে একটি সুযোগ এনে দেয় । ছাত্ররা উদ্যম ও অকপটতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে ।

ইউ–কানেক্ট কাজে অংশগ্রহণ করতে, অভ্যাসীরা নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করুন ঃ–
http://www.sahajmarg.org/resources/programs/uconnect

মূল্যবোধ শিক্ষা

SHPT দ্বারা উদ্বোধিত মূল্যগত শিক্ষা (VE) দেশের বিভিন্ন অংশে হৈ হৈ করে শুরু হয় । অনেক স্কুল তাদের এপ্রিলের নতুন একাডেমি পর্বের পাঠ্যক্রমের অংশতে VE পাঠ্যক্রমটি অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । কয়েকটি রিপোর্ট আমরা এ ব্যাপারে পেয়েছি ।

VE পাঠ্যক্রমটি ক্লাস অষ্টম ও নবম শ্রেণীর জন্য অম্বিকা পাবলিক স্কুলে, **রাবড়ীওয়াস** (রাজস্থান) এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় । প্রাথমিক পর্বের পরে, ছাত্ররা ক্লাস ইতিবাচক মনোভাব দেখায় এবং উৎসাহের সাথে উত্তর দেয় ।

VE পাঠ্যক্রম ২০১৫–২০১৬ সেশনে 'সেন্টমাইকেল' স্কুল **শিলিগুড়িতে** শুরু করা হয় । ৭ এবং ১১ এপ্রিল নবম ও অষ্টম শ্রেণীর উপস্থাপনা করা হয় । সামগ্রিকভাবে, এই ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যা অত্যন্ত আকর্ষণীক পর্ব ছিল ।

৭ই এপ্রিল, মূল্যবোধ শিক্ষার উপরে একটি অভিযোজন অধিবেশন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়–২, রেলওয়ে কলোনী,ঝাপাটাপুর, শিক্ষকদের জন্য অয়োজিত করা হয় । অংশগ্রহণকারীদের এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয় এবং তার সাথে মূল্যগত শিক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বলা হয়, পর্বের শেষ দিকে শিক্ষকরা স্বেচ্ছাসেবকদের ক্লাস নেওয়াতে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন ।

আপনার এলাকায় মূল্যবোধ শিক্ষায় একটি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :–

http//www.sahajmarg.org/resources/programs/values-education

যুবা কার্যক্রম

শোলাবন্ধন, তামিলনাড়ু

১৪ই এপ্রিল শোলাবন্ধন, শিবাগঙ্গাই চিন্নালাপট্টী এবং মাদুরাই থেকে ৩০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে অকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের কেন্দ্রের কাজকর্মের জন্য যুক্ত তাদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করছিল যার দ্বারা অভ্যাসীদের গুরুদেব পদ্ধতি ও মিশনের প্রতি অনুপ্রাণিত হবার উদ্দেশ্য ছিল। জীবন্ত উপস্থাপনা, তারপর গুরুদেবের উদ্ধৃত 'কেমন করে আমরা আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আনবো' এবম বাবুজীর পুস্তক 'প্রত্যুষে সত্য'। অবশেষে যুবারা মিশনে উন্নয়নে ভবিষ্যতের কাজর্কম নিয়ে আলোচনা করেন। অংশকারীদের সারা দিনের অনুষ্ঠান আধ্যাত্মিক পশ্চাদপসরণ মত অনুভূত হয়েছে।

হুবলি, কর্ণাটক

১৩ ও ১৪ মার্চ, দুই দিনব্যাপী, উত্তর কর্ণাটকের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৪২ জন তরুণ অভ্যাসী হুবলি কেন্দ্রে আয়োজিত যুবা সেমিনার –তে অংশগ্রহণ করে। হুবলি যুবাদলটি একমাসের ও বেশী ঐকান্তিক প্রস্তুতির জন্য কাজ করে। তারা এই সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যক্তিগত ভাবে পরিদর্শন এবং যুবাদের অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। তারা নিরন্তর দ্বিপাক্ষিক তথা বিনিময়ের মাধ্যমে লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক যাত্রা, অনুশীলন এবং রূপান্তর ব্যাপারে আলোচনা করে, যার দ্বারা অন্তদর্শন ও আত্মপ্রকাশের প্রশস্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সকালের দৈহিক ব্যায়াম, সৎসঙ্গ,গোল্ডেন নীরবতা, খেলা, পিকনিক এবং সন্ধ্যায় পরিচ্ছতার সময়সূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সামার ক্যাম্প, গাজিয়াবাদ

১১ ও ১২ এপ্রিল শান্তিকুঞ্জ আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি গ্রীষ্মকালীন শিবিরের আয়োজন করা হয়। গাজিয়াবাদ, নয়ডা এবং বৈশাখী আশ্রম থেকে শিশুরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকটি শিশুকে একটি স্বাগতম সেট উপহার দেওয়া হয়।

ক্যাম্পের জন্য বিষয় ছিল ' ইন্দ্রধনুষ ' (রামধেনু)। আশ্রম প্রাঙ্গণে রুচি সম্পন্ন ভাবে সর্বত্র রং দিয়ে, বিভিন্ন কারুকার্যের দ্বারা সজ্জিত ছিল। শিবিরে একটি এয়ারোবিক শেসন দিয়ে শুরু করা হয়। প্রাতঃরাশ একটি বিবরণ – কহণ সময়ের সঙ্গে মিলিত মানের বন্টন এবং যন্তশীলতা, এরপরে পুর্ণব্যবহৃত উপকরণ ব্যবহার করে একটি 'শিল্প এবং নৈপুণ্য'–র সেশন অনুসরণ করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন, একটি পুতুল নাচ এবং সিনেমার। এরপর সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবক কাজে অতিবাহিত হয়। আশ্রম প্রাঙ্গণের পরিষ্কার,ধ্যান কক্ষের চেয়ার পরিষ্কার করা, এবং গাছপালায় জল দেওয়া হয়। শিশুরা কাজ করে একটি বিস্ময়কর জ্ঞানের বিকাশ এবং অনেক আনন্দের প্রদর্শন করে।

স্বেচ্ছাসেবকরা আউটডোর গেমস্, যেমন ফুটবল,ক্রিকেট এবং টাগ– অফ–ওয়ার –গুলি আয়োজন করেন। তারা সন্ধ্যায়, 'মূক প্রহেলিকা' এবং এয়ারোবিক খেলা খেলে খুব উপভোগ করে। দিনের শেষে ডায়েরী লেখা এবং যাতে প্রার্থনার সঙ্গে পর্যবসিত হয়।

পরের দিন সকালে প্রাতঃরাশ এবং এয়ারোবিক সেশনের দ্বারা অনুসরণ করছে। যখন অভ্যাসীরা রবিবার সৎসঙ্গে জন্য ধ্যানকক্ষ পরিবর্তন করছিল তখন শিশুরা নিজেদের কেন্দ্রটি সাজাতে থাকে এবং খেলা খেলে। তারা আলোচনাতে ভাগ নেওয়া, পরিচর্যা, সকার উদ্দেপনা, একতা, পরিশ্রমী, প্রকৃতির জন্য, সহাবস্থান ও সহযোগিতার মান প্রশংসা করেন। তারা সবাই আবার পরবর্তী গ্রীষ্মকালীন শিবিরের অপেক্ষায় নিজেদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

সংবাদ অংশ বিশেষ

কোয়মবটোর, তামিলনাড়ু

কোয়মবটোরের কাছে একটি নতুন উপকেন্দ্র ৫ই এপ্রিল উদ্বোধন করা হয়। এর দ্বারা ৪০ জন অভ্যাসী যারা বিমানবন্দরের কাছে থাকেন তাদের সুবিধার জন্য। সকাল ৭.৩০ মিনিটটে ZIC, ভ্রাঃ টি.ভি.ভি.রাও একটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গে ১০ জন নতুন এবং ৮০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। এরপর একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে কোয়মবটোরের CIC, ভ্রাঃ টি.এস. মনিয়ম, এবং ZIC উভয়ে মিলে উপস্থিত স্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করার পর অধিবেশনটি দ্বিতীয় সৎসঙ্গের সাথে সমাপ্তি হয়।

ভিলওয়ারা, রাজস্থান

৮ই মার্চ সৎসঙ্গের পর, ভিলওয়ারা কেন্দ্রে 'জীবন দিয়ে দৌড়'–এর উপর ভিত্তি করে একটি উপস্থাপনা হয় এবং এতে অভ্যাসীদের আত্মীয়রা ও তাদের বন্ধুবর্গগুলি নিমন্ত্রিত ছিল। অংশগ্রহণকারীদের জীবনের সম্বন্ধে দশটি প্রশ্নের উপর প্রতিফলন করতে বলা হয় : এটি একটি যাত্রা না দৌড়? জীবন যদি একটি দৌড় হয় তাহলে কি উদ্দেশ্যে আমরা এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছি ? আমরা কি সবাই একই দিশায় দৌড়চ্ছি ? আমরা একটু থেমে নিজেদের দিশা নির্ধারণ করছি না কেন ? একটি আদান প্রদান পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাস করা হয় যে, কোন প্রশ্নটি তাদের ওপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছে। পরিশেষে তাদেরকে ফিডব্যাক ফর্ম পূরণ করতে বলা হয়। সবাই বলেন যে তাদের কার্যক্রমটি খুবই ভাল লেগেছে এবং তারা চাইবেন এরকম পর্ব নিয়মিত ভাবে আয়োজিত হোক। আশা করা যায় যে এই অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণকারীদের প্রতিফলনের পদ্ধতি শুরু করতে সফল হয়েছে যেটির দ্বারা তাদের জীবন পরিবর্তিত হতে পারে।

মাঙ্গোলোর, কর্ণাটক

২২শে ফেব্রুয়ারী ভ্রাঃ মোহন দাস, CREST, পরিচালক–এরদ্ব ারা 'কিভাবে নিষ্ঠার বিকাশ' এই বিষয়ের উপর একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটিতে ৬৯ জন অভ্যাসী মাঙ্গালোর এবং পার্শ্ববর্তী কেন্দ্র থেকে উপস্থিত হন। তিনি গুরুদেবের প্রতি নিষ্ঠার গুরুত্বর ব্যাখ্যা করেন এবং এও বলেন কেন দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এটা প্রয়োজনীয়। উপস্থিত অভ্যাসীদের তাদের নিজের নিজের মতামত প্রকাশ করতে বলা হয় – কিভাবে এই ধরণের ভক্তির বিকাশ করা যায় এবং নিষ্ঠা বিকাশের অন্তর ব্যাপারে একটি তালিকা বানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, একটি দলীয় আলোচনা এই বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ মোহন দাস মতামতটি সংক্ষিপ্ত করে বলেন যদি প্রত্যেক অভ্যাসী তিন ও চার আলোচনার পরামর্শ বাস্তবায়িত করেন, তবে নিশ্চয় তিনি নিষ্ঠা ও বিকাশে দ্রুত উন্নতি করবে। একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয় কিছু জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ১০ মিনিট প্রতিফলনের জন্য যা তারা অনুভব করেছে। যে তারা ব্যক্তিগত ভাবে ভক্তি বৃদ্ধির জন্য করা উচিত। সেই অনুভবগুলো বর্ণনা করতে অনুরোধ করা হয়। বিকেল ৪টার সৎসঙ্গের সঙ্গে অনুষ্ঠানটির সমাপণ হয়।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2015 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.